

সম্পাদকীয়:

নাগরিক সংগঠন সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক এর সারাদেশের নেতা-কর্মীদের কর্মতৎপরতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সুজন ই-সংবাদ। এবারে প্রকাশিত তেত্রিশতম সংখ্যা।

করোনাকালে আকবর হোসেনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন



রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ তখন রাজনৈতিক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ নং ওয়ার্ডের কমিশনার, দি হাজার প্রজেক্টের পিস অ্যাড্বাসেডর ও নাগরিক সংগঠন সুজন-এর সদস্য জনাব আকবর হোসেন। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় বহন করলেও ওয়ার্ডের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদকে একত্রিত করে করোনায় কাজ হারানো দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। সরকারি ত্রাণ বিতরণ নিয়ে যখন নানা ধরনের অনিয়ম চলছে, তখন স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে সরকারি ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৫ মে থেকে শুরু করে ২৬ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫ ধাপে ১৩৬৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে পরিবারপ্রতি ৫ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি চিড়া ও আধা কেজি মুড়ি বিতরণ করেন তিনি।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে জনাব আকবর হোসেন বলেন আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছেন। আমি আপনাদের খাদেম। আমার কাছে রাজনৈতিক পরিচয় বড় নয়। আমার কাছে আপনাদের পরিচয় আপনারা আমার সম্মানিত ভোটার। জনগণের আমানত জনগণের হাতে স্বচ্ছতার সাথে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দুঃসময়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমি সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদকে সাথে নিয়ে এই কাজগুলো করতে চাই। একইসাথে চাই রাজনীতিতে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধিতার সংস্কৃতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতির গড়ে তুলতে। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় তিনি সকলের প্রতি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, জনাব আকবর হোসেন একসময় সুজন-ঢাকা জেলা কমিটির সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করলেও রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নিয়মানুযায়ী সুজন-এর নেতৃত্ব ছেড়ে দেন।

পিসিআর ল্যাব স্থাপনের দাবির প্রতি সুজন-এর সংহতি প্রকাশ



করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে সুজন-ঝালকাঠি জেলা ও উপজেলা নেতৃত্ব। গত ৮ জুলাই

২০২০-এ ঝালকাঠি প্রেসক্লাব আয়োজিত এক মানববন্ধনে সুজন-এর পক্ষ থেকে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, সুজন-ঝালকাঠি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মঈন তালুকদার, সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন ও সম্পাদক জনাব আক্বাস সিকদার (সাধারণ সম্পাদক, ঝালকাঠি প্রেসক্লাব)। ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত দাস হরি, প্রেসক্লাবের সহ-সাধারণ সম্পাদক কে এম সবুজ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অলোক সাহা, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য, সুজন ছাড়াও দাবির সাথে সংহতি প্রকাশ করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ, দুরন্ত ফাউন্ডেশন, ইয়ুথ অ্যাকশন সোসাইটি, রক্তকনিকা ফাউন্ডেশন, মানবকল্যাণ সোসাইটি, কালেরকণ্ঠ শুভ সংঘ, প্রথম আলো বন্ধুসভা প্রভৃতি সংগঠনসমূহ।

করোনা মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে তৎপর শহিদুল ইসলাম



করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই নিজ এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নেমে পড়েছেন যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলা সুজন-এর সহ-সভাপতি জনাব শহিদুল ইসলাম। অভয়নগর উপজেলার ভাঙ্গাগেট, প্রেমবাগ, নওগাপাড়া, মহাকাল প্রভৃতি এলাকাসহ ১০ টি গ্রামে করোনা প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা চালান তিনি। জনসচেতনতা সৃষ্টির মূল বার্তাসমূহ ছিল মাস্ক পরিধান করা; বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া; খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে না যাওয়া; অর্থাৎ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নিজে নিরাপদ থাকা, পরিবারের অন্যদের নিরাপদ রাখা ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি গ্রামের তরুণদের সংগঠিত করে বিভিন্ন রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক স্প্রে করা, দরিদ্রদের মধ্যে সাবান বিতরণ করা, টিউবওয়েলের সাথে সাবান বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। এখনও তাঁর উদ্যোগ থেমে নেই।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি গঠিত



সুজন-হবিগঞ্জ জেলা কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মীর দুলাল কে আহসায়ক ও মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী অনিক সদস্য সচিব করে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৪ জুন ২০২০-এ, ৩১ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটির যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ মশিউর রহমান কামাল, তপন গোপা, মোঃ মুসা আহমেদ রাজু, মোঃ নায়েব হোসাইন, মোতালিব তালুকদার দুলাল, মোঃ মিনহাদ আহমেদ চৌধুরী ও ইমরান আহমেদ সাজন। হবিগঞ্জ জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির আহবায়ক ও জেলা সুজন-এর সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মিজবাহুল বারী লিটন ও সদস্য সচিব ফারহাদ আহমেদ চৌধুরী এই কমিটি অনুমোদন দেন।